

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ অর্জন বিশ্বে বাংলাদেশের পজিটিভ ইমেজ বিল্ডিং এবং বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির পাশাপাশি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করবে। যার ফলে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বিদ্যমান বাণিজ্য সুবিধা সংকুচিত হবে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের এই সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ, বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশ ও ট্রেড ব্লকের সাথে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সম্ভাবনাময় দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ সফর করেছেন এবং উক্ত অঞ্চলের বাণিজ্য জোট মার্কোসুরের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেছে। আর্জেন্টিনা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার এবং বিশ্বের প্রধান খাদ্য উৎপাদকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। আর্জেন্টিনা বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য একটি বাণিজ্য সম্ভাবনাময় এলাকা। পণ্য ছাড়াও সেবা ও বিনিয়োগ খাতেও আর্জেন্টিনার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আর্জেন্টিনার সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন আরও জোরদার এবং বাণিজ্য সম্পর্ক গভীর করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারকরণে এবং উভয় দেশের জনগণের কল্যাণে তাদের নিজ নিজ অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনে পারস্পরিক স্বার্থ সম্মত করার লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation and Trade exchange স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এবং আর্জেন্টিনার পক্ষে H.E. Mr. Santiago Andres Cafiero, Hon'ble Minister of Foreign Affairs, International trade and Worship and of Argentina উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবেন। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে উভয় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বিনিময়ের উন্নয়ন ও বর্ধিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।





